গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী
সাধারণ শাখা

সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহণে আয়োজিত ২য় ত্রৈমাসিক সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	জি এস এম জাফরউল্লাহ্ এনডিসি বিভাগীয় কমিশনার
সভার তারিখ	১৮/১২/২০২২ খ্রি.
সভার সময়	সকাল ১১.০০টা
স্থান	বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী'র সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট 'ক'

সভাপতি সভার শুরুতে সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক) সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি জানান যে, এ কার্যালয়ের ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি'র সংযোজনী-৪ এ উল্লিখিত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা'র ১.৩ সূচক অনুযায়ী সুশাসন প্রতিষ্টার নিমিত্ত অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহণে ত্রৈমাসিক সভা আহবানের বিষয়টি অন্তভূর্ক্ত রয়েছে। তিনি গত সভার সিদ্ধান্ত সমূহ ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে উপস্থিত সকলকে অবহিত করেন। সভাপতি সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত এ কার্যালয় ও আওতাধীন জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ের প্রদত্ত সেবাসমূহের কার্যকর ভূমিকা ও সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে সেবা গ্রহীতাগণ কি ধরণের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছেন সে বিষয়ে সভায় উপস্থিত সকলকে সুচিন্তিত ও গঠনমূলক মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন।

শুরুতেই জনাব আকবারুল হাসান মিল্লাত, সম্পাদক, দৈনিক সোনার দেশ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারি দপ্তরসমূহের গৃহীত পদক্ষেপ এবং কার্যক্রম প্রসংগে বলেন যে, দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। সরকারি দপ্তরসমূহে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রদত্ত স্বপ্রণোদিত সেবা ও গৃহীত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিভিন্ন দপ্তরের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের আচরণগত উৎকর্ষ সাধন হলেও নিম্ন পর্যায়ের কর্মচারীদের আচরণগত সমস্যার জন্য অনেক ক্ষেত্রেই সেবা প্রত্যাশিরা ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। সেবা বঞ্চিত ক্ষুব্দ সকল ব্যক্তির অভিযোগ দায়ের করার সক্ষমতা নেই বলেও তিনি জানান। এক্ষেত্রে সরকারি দপ্তরসমূহকে আরও সক্রিয় ভূমিকা পালনের জন্য অনুরোধ করেন। তিনি অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থায় মূল্যায়নের বিষয়ে জানতে চাইলে অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক) জানান যে, GRS ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অভিযোগকারীসহ এ কার্যালয়ের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ অভিযোগ নিষ্পত্তির অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করতে পারেন।

জনাব মো: আয়নাল হক, সিনিয়র রিপোর্টার, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা বলেন যে, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের ৫টি টুলস রয়েছে। তার মধ্যে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি একটি। কিন্তু এই সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতির বিষয়ে সেবা গ্রহীতাদের মাঝে ব্যাপকভাবে প্রচার হয়নি। তাই সরকারি অফিসগুলোতে দালাল চক্রের দৌরাত্ম্য বেড়েছে। এজন্য তিনি সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতিসহ সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যান্য টুলস ও সেবাসমূহ জনগণের মাঝে ব্যাপক প্রচারের জন্য অনুরোধ করেন যাতে সেবাগ্রহীতাগণ দালাল শ্রেণীর খপ্পরে না পড়েন। এ বিষয়ে অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার(সার্বিক) বলেন যে, সরকারি দপ্তরের সেবাসমূহ জনগণের মাঝে পৌছে দেয়ার ক্ষেত্রেও জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও জনপ্রতিনিধিবৃন্দ সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করতে পারেন।

বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী হতে প্রদত্ত সেবা সম্পর্কে অভিমত জানতে চাইলে অতিরিক্ত ডিআইজ (অপারেশন), বাংলাদেশ পুলিশ, রাজশাহী রেঞ্জ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় এ কার্যালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কে সন্তোষ প্রকাশ করেন। একই সাথে তিনি জানান যে, উপমহা পুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ, রাজশাহী রেঞ্জ এর কার্যালয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা কমিটি আছে । উপজেলা পর্যায়ে অফিসার ইন চার্জ ও জেলা পর্যায়ে পুলিশ সুপার

অভিযোগ নিষ্পত্তি করেন। উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে অভিযোগের প্রতিকার না পেলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি উপমহা পুলিশ পরিদর্শকের কার্যালয় থেকে প্রতিকার পেতে পারেন। অভিযোগ করার ক্ষেত্রে বা ন্যায় বিচার না পেলে কোন দালাল চক্রের সরনাপন্ন না হয়ে সরাসরি দায়িত্বশীল কর্মকর্তার নিকট যোগাযোগ করার জন্য সকলের নিকট অনুরোধ জানান। এছাড়া থানাগুলিতে পুলিশ সদস্যদের আচরণগত পরিবর্তনের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে বলে জানান।

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এ কার্যালয়ের প্রদত্ত সেবা সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করেন। বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী মূলত এ বিভাগের সকল দপ্তরের কার্যক্রম সমন্বয় করে থাকেন। তিনি প্রতিটি অফিসের সুশাসন প্রতিষ্ঠার টুলসগুলোকে অংশগ্রহণমূলক, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতার আওতায় আনার জন্য গুরুত্বারোপ করেন। এখনো প্রতিটি দপ্তরে জনবল কম এবং প্রযুক্তি নির্ভর সেবার স্বল্পতা রয়েছে। তিনি জনবান্ধব সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সকল দপ্তরকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা এবং কর্মচারীদের মানসিকতা পরিবর্তনের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

জেলা প্রশাসক, রাজশাহীর প্রতিনিধি বলেন যে, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী'র সাথে জেলা প্রশাসন রাজশাহীর সকল কার্যক্রম সুষ্ঠু সমন্বয়ের মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে। বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় হতে আওতাধীন দপ্তরসমূহ নির্দিষ্ট সময়ে ও ভোগান্তিবিহীনভাবে সেবা পাচ্ছে।

চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, চারঘাট, রাজশাহী বলেন যে, সরকারি সকল দপ্তরের কার্যক্রম সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার প্রচারণা প্রয়োজন।সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের উদ্যোগ সম্পর্কে বিভাগীয় পর্যায় থেকে শুরু করে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য প্রত্যেকের ওয়াকিবহাল থাকা প্রয়োজন। এছাড়া সুশাসন প্রতিষ্ঠায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো নিরপেক্ষ হয়ে কাজ করতে পারছেনা। স্থানীয় পর্যায়ের জনপ্রতিনিধিরা প্রচুর অর্থ খরচ করে নির্বাচনে নির্বাচিত হন। ফলে তারা নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে স্বজনপ্রীতি ও আত্মীয়করণের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে তিনি জনগণের মানসিকতা পরিবর্তনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। উপজেলা পরিষদের অফিসগুলোর মধ্যে সমন্বয়হীনতা লক্ষ্য করা যায় যা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অন্তরায় হিসেবে কাজ করছে। এক্ষেত্রে জনপ্রতিনিধিগণ ও প্রশাসনের সম্মিলিত প্রচেষ্ঠা ও জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির মাধ্যমে সহজেই সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে বলে তিনি মনে করেন। অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক), রাজশাহী বিভাগ স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গণশুনানীর উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদানের জন্য উপস্থিত জনপ্রতিনিধিদের অনুরোধ করেন।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দুর্গাপুর, রাজশাহী বলেন যে, সাধারণ জনগণ '৩৩৩' নম্বরে কল করে সরকারি যে কোন তথ্য সেবা, সামাজিক সমস্যার প্রতিকার এবং পর্যটন ও জেলা সম্পর্কিত তথ্য পাচ্ছে।বিষেশভাবে কোভিড মহামারী কালীন সময়ে জনগণ ৩৩৩ নম্বরে কল করে খাদ্য সহায়তা পেয়েছে। উপজেলা পর্যায়ের অন্যান্য অফিসগুলোর সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শিত হচ্ছে না। তিনি আরও বলেন, জনগনের সেবা প্রাপ্তির সুবিধার্থে সকল দপ্তরেই হেল্প ডেস্ক স্থাপন করা প্রয়োজন। বিভিন্ন সরকারি ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে একই ব্যক্তির একাধিক ভাতা প্রাপ্তি রোধ করার জন্য একটি কেন্দ্রীয় ডাটাবেজ তৈরি করা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন। এ বিষয়ে অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক), রাজশাহী বিভাগ বলেন যে, প্রতিটি সরকারি অফিসে সিটিজেন চার্টার থাকা বাধ্যতামূলক এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা পরিষদ তা নিশ্চিত করবে। তিনি বিভিন্ন ভাতা ভোগীর কার্ড বিতরণে দ্বৈততা রোধের জন্য উপজেলা পর্যায়ে একটি সফটওয়্যার ডেভেলপ করার পরামর্শ দেন।

সুশাসন নিশ্চিতে সরকারি দপ্তরসমূহের কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনায় উপ পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, রাজশাহী অঞ্চল, রাজশাহী এর প্রতিনিধি বলেন যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মান সম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিয়মিত বিদ্যালয়সমূহ পরিদর্শন করা হচ্ছে। কোভিড পরবর্তী সময়ে মিড ডে মিল পুনরায় চালুর জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক), রাজশাহী বিভাগ বলেন যে, শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য শিক্ষার্থীদের অভিভাবকের সাথে শিক্ষকদের যোগাযোগ ও সম্পর্ক বাড়াতে হবে।

আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রাজশাহী এর প্রতিনিধি সভাকে জানান যে, তার কার্যালয়ে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি দৃশ্যমান স্থানে টাঙ্গানো রয়েছে। তিনি সুশাসন নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে সেবা গ্রহীতা ও সেবা দাতার সমন্বয়ের প্রতি গুরুত্ব দেন। সুশাসন প্রতিষ্ঠার অংশ হিসেবে তার দপ্তরের ওএমএস, খাদ্য বান্ধব কর্মসূচীর তথ্য ও উপকারভোগীর তালিকা আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রাজশাহীর ওয়েবসাইটে নিয়মিত আপলোড করা হয়। শুদ্ধাচার বিষয়ে কর্মচারীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে

বলেও তিনি জানান। কৃষকদের উৎপাদিত ধান/গম ন্যায্যমুল্যে ক্রয়ের জন্য 'কৃষক অ্যাপ' তৈরি করেছেন। কৃষক এ অ্যাপের মাধ্যমে আবেদন করে ধান/গম বিক্রয় করতে পারেন।

শেখ মোহাম্মদ রায়হান উদ্দিন, উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা জানান যে, তার দপ্তরকে তিনি দুর্নীতি মুক্ত ও পরিচ্ছন্ন অফিস হিসেবে ঘোষণা করেছেন। সেবা গ্রহীতাকে সর্বোচ্চ ০৩(তিন) দিনের মধ্যে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। কোনো কারনে সেবা প্রদান করা সম্ভব না হলে তা সেবা প্রত্যাশীকে লিখিতভাবে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে।

উপ-আঞ্চলিক পরিচালক, বাংলাদেশ বেতার জানান যে, মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহের মাধ্যমে অভিযোগ করার প্রক্রিয়া জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানো যেতে পারে। এ বিষয়ে অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক), রাজশাহী বিভাগ জানান যে, জনগণ অনলাইনে ঘরে বসেই GRS ওয়েবসাইট ব্যবহার করে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন। এছাড়া হার্ড কপিতে ও '৩৩৩' হটলাইন নম্বর ব্যবহার করেও অভিযোগ দায়ের করতে পারেন।

সভাপতি, নাসিব, রাজশাহী বলেন যে, সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ জরুরি। তিনি মনে করেন যে, সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাসমূহ সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য ভাল কাজ করছে। লাইসেন্সিং ও রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে প্রশাসনের সাথে বেসরকারি সংস্থাসমূহ সমন্বয় করে কাজ করছে।

জনাব শামীম হোসেন, পরিচালক, ইউসেপ, রাজশাহী জানান যে, ইউসেপের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা কার্যক্রমে প্রশাসন সক্রিয় সহায়তা করছে।

এরিয়া কো-অর্ডিনেটর, সিইও, টিআইবি, রাজশাহী বলেন যে, জনগণের মাঝে স্বতস্ফূর্ত সচেতনতা তৈরির ক্ষেত্রে বেসরকারি প্রচার মাধ্যমে প্রচারণা চালানো যেতে পারে। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়ন ও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থায় সরকারি দপ্তরসমূহে ইতিবাচক অগ্রগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে বলে তিনি জানান।

সরকারি দপ্তরের সেবা সম্পর্কে বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব শাহাদুল হক মাস্টার, জেলা কমান্ডার, রাজশাহী বলেন যে, মুক্তিযোদ্ধাদের সরকারি সুযোগ সুবিধা পেতে কোন সমস্যা হচ্ছে না।

বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব আওরোঙ্গজেব, কাজীহাটা, রাজশাহী কোনো প্রকার হয়রানি/ভোগান্তির শিকার না হয়ে সরকারি সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন বলে জানান। তবে পারিবারিক নির্যাতনের ক্ষেত্রে কিভাবে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা করা যায় সে বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সভাপতি, আদিবাসী পরিষদ বলেন, সরকারি দপ্তরসমূহ আগের তুলনায় ভাল কাজ করছে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে সেবা প্রার্থী দালালের খপ্পরে পড়ে হয়রানির শিকার হচ্ছে।

জনাব মো: আব্দুল হাকিম সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা(পিআরএল ভোগরত), এ কার্যালয় বলেন যে, এ কার্যালয়ে সেবা পেতে তাকে কোনো বেগ পেতে হয়নি। তিনি সেবা গ্রহীতা ও সেবা দাতা উভয়কেই সেবা গ্রহণ ও প্রদানে আন্তরিক হতে হবে বলে মনে করেন।

সভাপতি ওয়েব, রাজশাহী, বলেন যে, তিনি সরকারি সকল দপ্তর থেকে প্রয়োজনীয় সহায়তা পাচ্ছেন। বিশেষভাবে নারী উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন ধরনের ক্ষুদ্র ঋণ পেতে প্রশাসন সহযোগিতা করছে। কালেক্টরেট মাঠে নারী উদ্যোক্তারা পণ্য প্রদর্শনী মেলায় খেলোয়াড়রা বাধা দেয়। এজন্য তিনি নারী উদ্যোক্তাদের পণ্য প্রদর্শনী মেলার জন্য একটি মাঠ নির্দিষ্ট করার জন্য অনুরোধ করেন।

সচিব, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন উন্মুক্ত আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন যে, কর্মচারীদের আচরণগত মানোন্নয়নের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অফিসের পরিবেশ সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন করার জন্য সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। ক্লিন সিটি হিসেবে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের একটি ভাল ইমেজ তৈরি হয়েছে। সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জনগণের সম্পৃক্ততা বাড়াতে হবে। সর্বোপরি তিনি সেবা প্রদানের জন্য সবার আগে নিজেদের পরিবর্তন করা প্রয়োজন বলে মনে করেন।

অতিরিক্ত পরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, রাজশাহী বলেন যে, উন্নত দেশ গড়তে সুশাসনের বিকল্প নেই। তিনি সরকারি ও বেসরকারি উভয় দপ্তরসমূহেই নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা ও আত্মসমালোচনার প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন। মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য অবসানের জন্য তাদের সাথে অফিসের কোন কর্মচারীর সম্পৃক্ততা থাকলে তা খুঁজে বের করে নির্মূল করতে হবে। তিনি তার দপ্তরে সেবা প্রাপ্তি সহজ করার জন্য লাইসেন্সের ধাপ কমানো, হটলাইন চালু ও হেল্প

ডেস্ক স্থাপনসহ সেবা প্রত্যাশীদের বসার জায়গা করা হয়েছে বলে জানান। এছাড়া এ কার্যালয়ের সাথে সমন্বয়ের ক্ষেত্রে তার দপ্তরের কোন সমস্যা হচ্ছে না।

অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব), রাজশাহী বিভাগ জানান যে, সরকার সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ভূমি সেবা ডিজিটালাইজেশনের জন্য বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। রেকর্ড ডিজিটালাইজেশন, ই-নামজারী, অনলাইনে ভূমি উন্নয়ন কর প্রদান, ই-পর্চা, অন্যান্য ডিজিটালাইজড ও ভূমি সেবা প্রদানের ফলে দালাল চক্রের দৌরাত্ম্য অনেকাংশে কমেছে বলে তিনি সকলকে অবহিত করেন। ভূমি সেবা ডিজিটালাইজেশনের কার্যক্রম সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে জনগণের কাছে পৌছে দেয়ার জন্য সকলকে অনুরোধ জানান।

সমাপনী বক্তব্যে বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী বলেন যে, জনগণের প্রত্যাশিত সরকারি সেবা নিশ্চিত করার জন্যই অংশীজনের সমন্বয়ে সভা আয়োজন করা হয়ে থাকে। সেবা প্রত্যাশীরা যাতে ভোগান্তিবীহিন সেবা পেতে পারে সে ব্যাপারে সকল দপ্তরকে আরো আন্তরিক ও সচেতন হবার পরামর্শ প্রদান করেন। এছাড়া নিজ নিজ দপ্তরের সেবার মান উন্নয়নে সকলকে আরো সচেষ্ট হওয়ার অনুরোধ করেন। সবশেষে জনবান্ধব ও মানসম্মত সেবা প্রদান নিশ্চিত করার জন্য কর্মকর্তাদের সততা ও আন্তরিকতার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় :

ক্র: নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
০১.	কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আচরণগত মানোন্নয়ন ও শুদ্ধাচার বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ আয়োজন করতে হবে।	১। বিভাগীয় পর্যায়ের সকল অফিসের দপ্তর প্রধান ২। জেলা প্রশাসক (সকল), রাজশাহী বিভাগ
০২.	সিটিজেন চার্টার হালনাগাদ করতে হবে এবং ওয়েবসাইটে প্রদর্শন ও দৃশ্যমান স্থানে টাঙ্গানোর ব্যবস্থা করতে হবে।	১। বিভাগীয় পর্যায়ের সকল অফিসের দপ্তর প্রধান ২। জেলা প্রশাসক (সকল), রাজশাহী বিভাগ
০৩.	জ্বালানী, বিদ্যুৎ ও পানি ব্যবহারে সাশ্রয়ী হতে হবে।	১। বিভাগীয় পর্যায়ের সকল অফিসের দপ্তর প্রধান ২। জেলা প্রশাসক (সকল), রাজশাহী বিভাগ
০৪.	সেবার মান উন্নয়নের জন্য সেবা প্রদান কার্যক্রম মনিটরিং করতে হবে এবং সেবার মান বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	১। বিভাগীয় পর্যায়ের সকল অফিসের দপ্তর প্রধান ২। জেলা প্রশাসক (সকল), রাজশাহী বিভাগ
০৫.	সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলো জনগণের মাঝে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।	১। বিভাগীয় পর্যায়ের সকল অফিসের দপ্তর প্রধান ২। জেলা প্রশাসক (সকল), রাজশাহী বিভাগ

পরিশেষে দাপ্তরিক কাজে শুদ্ধাচার চর্চা নিশ্চিত করে প্রদত্ত সেবার মান ক্রমাগত বৃদ্ধির অনুরোধ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

জি এস এম জাফরউল্লাহ্ এনডিসি
বিভাগীয় কমিশনার

স্মারক নম্বর: ০৫.৪৩.০০০০.০১২.২৫.০০৭.২২.১৪২০

তারিখ: ৬ পৌষ ১৪২৯

২১ ডিসেম্বর ২০২২

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ সচিব-এঁর দপ্তর, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

২) সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

৩) উপমহা পুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ, রাজশাহী রেঞ্জ, রাজশাহী

৪) পুলিশ কমিশনার, রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশ, রাজশাহী

৫) অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক/রাজস্ব/উন্নয়ন ও আইসিটি), রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

৬) পরিচালক, স্বাস্থ্য, রাজশাহী বিভাগ

৭) পরিচালক, স্থানীয় সরকার, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী

৮) জেলা প্রশাসক, রাজশাহী/নাটোর/নওগাঁ/চাঁপাইনবাবগঞ্জ/পাবনা/সিরাজগঞ্জ/বগুড়া/জয়পুরহাট

৯) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

১০) সচিব, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন

১১) নির্বাহী প্রকৌশলী, বিএমডিএ, রাজশাহী

১২) অতিরিক্ত পরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, রাজশাহী

১৩) আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, রাজশাহী

১৪) পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, রাজশাহী

১৫) উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

১৬) উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা, রাজশাহী অঞ্চল, রাজশাহী

১৭) উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, চারঘাট, রাজশাহী

১৮) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দূর্গাপুর, রাজশাহী

১৯) মেয়র, শিবগঞ্জ পৌরসভা, রাজশাহী

২০) আঞ্চলিক পরিচালক, বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী

২১) জনাব মো: মনিরুল হক, এরিয়া কো-অর্ডিনেটর, সি ই ও, টিআইবি রাজশাহী

২২) বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব শাহাদুল হক মাস্টার , রাজশাহী

২৩) বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব আওরোঙ্গজেব, কাজীহাটা, রাজশাহী

২৪) সভাপতি , রাজশাহী প্রেস ক্লাব

২৫) সম্পাদক, দৈনিক সোনার দেশ

২৬) সভাপতি, নাসিব, রাজশাহী

২৭) সভাপতি, জাতীয় আদিবাসী পরিষদ, রাজশাহী

২৮) জনাব মো: আইনাল হক, সিনিয়র রিপোর্টার, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা

২৯) জনাব মো: আব্দুল হাকিম, সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা (পিআরএল ভোগরত), এ কার্যালয়, রাজশাহী

৩০) ডিস্ট্রিক ম্যানেজার, আশা, ১৪৮/৩ , উপশহর, রাজশাহী

৩১) সভাপতি, ওয়েব, রাজশাহী

৩২) ম্যানেজার, ইউসেপ, রাজশাহী

৩৩) জেলা সমন্বয়ক, ব্র্যাক, রাজশাহী

MHaque

মোঃ মহিদুল হক
সিনিয়র সহকারী কমিশনার